কুষ্টিয়ার এমপি আমির হামজার নারীঘটিত ভিডিও-অডিও হাতে এসেছে : রাশেদ খান

জামায়াত দলীয় এমপি আমীর হামজার আপত্তিকর ভিডিও-অডিও উপদেষ্টা রাশেদ খানের হাতে, ফাঁস করলেন অডিও!

জামায়াতদলীয় সংসদ সদস্য আমির হামজাকে ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত কথোপকথনের অডিও প্রকাশ করে এক ফেসবুক পোস্টে প্রশ্ন তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা রাশেদ খান।

রাশেদ খান তাঁর পোস্টে দাবি করেন, আমির হামজার নারীঘটিত বিষয় নিয়ে কিছু অডিও ও ভিডিও তাঁর হাতে এসেছে এবং তিনি সেগুলোর সত্যতা যাচাই করেছেন। একই সঙ্গে পোস্টে আমির হামজার কথোপকথনের একটি অংশ তুলে ধরেছেন। সেখানে তাঁকে ক্ষমা চাওয়া, অনুতপ্ত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়ে হাত-পা ধরে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলতে শোনা যায় বলে দাবি করা হয়েছে।

রাশেদ খান শুধু লিখিত বক্তব্য প্রকাশ করেই থেমে থাকেননি, তাঁর পোস্টের সঙ্গে আমির হামজার কথিত কথোপকথনের অডিও রেকর্ডিংও প্রকাশ করেছেন। অডিওতে থাকা বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনো সামনে আসেনি।

এ ঘটনায় রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন আলোচনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী আমির হামজার বিরুদ্ধে ওঠা এসব অভিযোগের বিষয়ে কী অবস্থান নেয় এবং দলীয়ভাবে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

[redacted]

[redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

তিনি বলেন, ৯৬ সালের মতো আওয়ামী লীগ ও জামায়াত মিলে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। প্রধানমন্ত্রীর রাজশাহী সফর চলাকালে স্নাইপার দিয়ে হত্যার হুমকিসংবলিত এক যুবকের ফেসবুক পোস্টের পেছনে বিরোধী দলের ইন্ধন রয়েছে। বিরোধী দলের উসকানিতে ওই যুবক এ রকম দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে কালীগঞ্জ উপজেলার চাপরাইল আবুবকর বিশ্বাস মকছেদ আলী কলেজে আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

বিরোধী দলের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান আরও বলেন, জামায়াত ও স্বৈরাচার এরশাদের সরকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ৯৬ ও ৮৬ সালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করেছিল জামায়াত। এখন আবার তারা মিলে গেছে। জামায়াত ও আওয়ামী লীগ মিলে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

এ সময় তিনি জামায়াতের আমিরের সমালোচনা করে বলেন, জামায়াতের আমির সব সময় মিথ্যা কথা বলেন। জামায়াতের নেতারা তাঁকে দরবেশ ভাবতে পারেন, কিন্তু জামায়াতের আমির একের পর এক রাজনৈতিক মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন।

তিনি জাসদ ছাত্রলীগ করতেন, সন্ত্রাস করেছেন, মিথ্যা কথা বলেছেন। জামায়াতে যোগ দেওয়ার পর কি তিনি মিথ্যা বলা ছেড়ে দিয়েছেন? জামায়াত ও আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় বিএনপি, ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত আছেন।

অনুষ্ঠানে কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ, যুগ্ম সদস্যসচিব ইলিয়াস রহমান মিঠু, কলেজের অধ্যক্ষ মশিয়ার রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আবরার ফাহাদের চেতনা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন হচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন বলেছেন, ‘আবরার ফাহাদের চেতনা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন হচ্ছে। খুনি হাসিনা এবং শহীদ হাদীর আসামিদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ভারত তার অবস্থান স্পষ্ট না করলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে যাবেন না। তার মানে কি?

বিএনপি সরকার আবরার ফাহাদের চেতনাকে ধারণ করে। আমরা ভারতের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলছি। অতীতের রাখীবন্ধন ছিন্ন করে আমরা ভারতের সঙ্গে সম্মান এবং মর্যাদার সম্পর্ক গড়তে চাই।’

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙা কবরস্থানে বুয়েট শিক্ষার্থী শহীদ আবরার ফাহাদের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেছেন।

তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপি সরকার আবরার ফাহাদের চেতনা বাস্তবায়নে কাজ করছে। কুষ্টিয়ায় শহীদ আবরার স্টেডিয়ামসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নামে হল করা হয়েছে। শহীদ আবরার ফাহাদ হত্যার বিচার বাংলাদেশের মাটিতেই হবে ইনশা আল্লাহ।’

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে এটার স্বীকৃতিও রয়েছে। সুতরাং আওয়ামী লীগের অধ্যায় ক্লোজ হয়ে গেছে। নতুন করে বাংলাদেশে আর আওয়ামী লীগ ফেরার সুযোগ নাই। কিন্তু শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফেরার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। শেখ হাসিনাকে ফেরানোর ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলাম সহযোগিতা করছে।’

বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামকে উদ্দেশ্য করে রাশেদ খাঁন বলেছেন, ‘জ্বালানি সংকট একটি জাতীয় সংকট। জাতীয় সংকটকে পুঁজি করে জামায়াত বা ১১ দলীয় জোট লংমার্চ করছে। এতে দেশে জ্বালানি সংকট আরও বাড়বে। আপনারা সরকারকে সহযোগিতা করুন। আপনারা যদি এই ভাবে লংমার্চ করেন, রাষ্ট্রকে অশান্ত করেন, তাহলে তো আওয়ামী লীগ ফিরে আসবে।’

জামায়াত ইসলামকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার ইঙ্গিত দিয়ে ‘রাশেদ খাঁন বলেছেন, ‘শেখ হাসিনা তো অপেক্ষা করছে। জামায়াত কতদিনে রাষ্ট্রকে অশান্ত করে। জামায়াতের ওপর নির্ভর করছে আওয়ামী লীগ ফিরে আসার। আওয়ামী লীগ ফিরে আসলে শহিদ আবরার ফাহাদকে যেভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। সেইভাবে আমাকে আপনাকে হত্যা করবে। আমার কাছে মনে হয় জামায়াত আওয়ামী লীগকে ফিরিয়ে আনার জন্য এক ধরনের চক্রান্ত করছে। তবে বাংলাদেশের জনগণ সোচ্চার রয়েছে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শহীদ আবরার ফাহাদের বাবা মো. বরকত উল্লাহ, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কুতুব উদ্দিন আহমেদ ও সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা আখতার, কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন প্রমুখ।

ঝিনাইদহে ডুসাজ এর পক্ষ থেকে রাশেদ খাঁনকে ফুলেল শুভেচ্ছা

প্রধানমন্ত্রীর সহকারী (রাজনৈতিক, সচিব পদমর্যাদা) মোঃ রাশেদ খাঁনকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেছেন ঝিনাইদহস্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (ডুসাজ)।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় ঝিনাইদহ সার্কিট হাউজে রাশেদ খান পৌছালে তাকে এই শুভেচ্ছা প্রদান ও মতবিনিময় করেন।

শুভেচ্ছা প্রদান অনুষ্ঠানে রাশেদ খানের সাথে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. আব্দুল মজিদ। ডুসাজ এর পক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (ডুসাজ)’র সেক্রেটারি সাবেক ঢাবিয়ান ও জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা (অব:) মো: আয়ুব হোসেন রানা, সহ-সাধারণ সম্পাদক মো: মাসুদুল আলম, সোনালি ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (এক্স ঢাবিয়ান) মো: নাজমুল হক, সহযোগী অধ্যাপক মো: খুরশিদ, ডুসাজের সাংগঠনিক সম্পাদক উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিক, নির্বাহী কমিটির সদস্য প্রভাষক মো:

আ.লীগের নেতাকর্মীদের ভোটে পাশ করতে চান রাশেদ খান

ঝিনাইদহ-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগের সবাই অপরাধ করে নাই। গণঅভ্যুত্থাণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পালা বদল হয়েছে। আমি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বলবো, যে আপনারা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিএনপিকে বিজয়ী করুন। এবারের নির্বাচন স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির এবং স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির নির্বাচন।’

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় কালীগঞ্জের বগেরগাছী বাজারে নির্বাচনী সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের যারা অন্যায় করে নাই, অপরাধ করে নাই তারা বিএনপি’র কাছে নিরাপদ। আমি বারবার বলছি আওয়ামী লীগের সবাই তো অপরাধ করে নাই। গণঅভ্যুত্থাণের পর আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি আনার সাহেবের মার্কেট দখল করা হয়েছে। যারা আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান-মেম্বার ছিল তাদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করা হয়েছে। কালীগঞ্জের হাট-বাজার দখল টেন্ডারবাণিজ্য কারা করেছে আপনারা খোঁজ নেন।’

রাশেদ খান বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থাণের পর ঝিনাইদহ-৪ আসনে ৫ জন মানুষ হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে। এসব হত্যার দায়-দায়িত্ব কারা নিবে। যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে আপনারা তাদের চিনেন। আজ যারা বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছেন তাদের নেতাকর্মীরা এসব ঘটনা ঘটিয়েছে। সুতরাং আমরা মনে করি এই খুনিদের জনগণ কোনোভাবেই আশ্রয় দিবে না।

ঝিনাইদহ-৪; ধানের শীষের প্রার্থী রাশেদ খানের আয় সাড়ে ৪ লাখ এবং নিজের নামে রয়েছে ৩০ভরি স্বর্ণ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-৪ আসনে (কালীগঞ্জ ও সদর উপজেলার একাংশ) মোট ১১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও শেষ পর্যন্ত ৯ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পদকের পদ থেকে পদত্যাগ করে রাশেদ খান বিএনপিতে যোগদান করে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন।

তার দাখিলকৃত হলফনামা বিশ্লেষণে আয় ও সম্পদের বিস্তারিত তথ্য উঠে এসেছে।

বিএনপির প্রার্থী রাশেদ খাঁন তার নির্বাচনী হলফনামায় উল্লেখ করেছেন, তার মূল পেশা রাজনীতি ও ব্যবসা। আয়ের প্রধান উৎস ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তার এই ব্যবসা থেকে বাৎসরিক আয় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তার নিজের নামে ৩০ ভরি এবং স্ত্রীর নামে ১০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে, যা দুজনই উপহার হিসেবে পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেন।

রাশেদ খাঁনের নামে নগদ অর্থ রয়েছে ৩৫ লাখ ৪৫ হাজার ৮৭৫ টাকা এবং তার স্ত্রীর নগদ রয়েছে ৩০ হাজার টাকা। বাড়ির আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীসহ বর্তমানে তার মোট সম্পদের পরিমাণ ৮১ লাখ ৪৮ হাজার ৪১২ টাকা এবং স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ ১৭ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

এছাড়া তার নামে মোট ৫টি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে ৩টি চলমান এবং ২টি খারিজ হয়েছে বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিএনপি’র এই প্রার্থীর হলফনামায় কৃষি জমি বা কৃষি আয়ের কোনো তথ্য উল্লেখ করা নেই।

দেশ সংস্কারের আগে উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার করতে হবে-রাশেদ খাঁন

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন বলেছেন, বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আওয়ামী দোসররা ঘাঁপটি মেরে বসে আছে। উপদেষ্টাদের কেউ কেউ গণহত্যাকারী চিহ্নিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সেল্টার দিচ্ছে।

আদালত থেকে উপদেষ্টাদের ইশারায় ডামি এমপিরা জামিন পেয়েছে। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা গুলোতে এখনো আওয়ামী দোসরদের দৌরাত্ম টিকে আছে। তাই, দেশ সংস্কারের আগে উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ শহরের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, হঠাৎ করে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে এখন অন্তর্ভূক্তিমূলক নির্বাচনের দাবি উঠছে। এরা বিগত ১৭ বছরে অন্তর্ভূক্তিমূলক নির্বাচনের কথা একবারও বলেনি। বিদেশি মদদে তারা ইনিয়ে বিনিয়ে গণহত্যাকারী হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনার পায়তারা করছে। কিন্তু ২৪ এর জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলগুলো সেই সুযোগ দেবে না। আমরা কোনো ভাবেই আওয়ামী লীগ কে নির্বাচন করতে দেবো না। গণহত্যাকারী, দেশবিরোধী ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে দেশে আর জায়গা দেয়া হবে না। ২৪ বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী ও অংশগ্রহণকারী দলগুলো নিয়েই অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হবে।

আওয়ামী শাসনামলের সমালোচনা করে তিনি বলেন, দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে হাসিনা ধ্বংস করে দিয়েছে। শেখ মুজিব ৭২ এ বাকশাল কায়েম করে গণহত্যা চালিয়েছিল। হাসিনাও তার বাবার মতো একই ভাবে গণহত্যা চালিয়ে ছাত্র-জনতাকে শহিদ করেছে। কাজেই, গণহত্যাকারী হাসিনার ফাঁসি দিতেই হবে। আওয়ামী লীগ ও হাসিনার ব্যাপারে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি।

আওয়ামী দোসরদের আশ্রয় দেয়া হচ্ছে দাবি করে তিনি বলেন, আওয়ামী

লীগের ডামি এমপিরা এখন নানা জায়গায় অর্থ বিলিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। অনেক নেতা মঞ্চে বড় বড় কথা বললেও তলে তলে আওয়ামী ডামি এমপিদের অর্থ নিয়ে তৃণমূলের গিয়ে রাজনীতি করছে। ডামি এমপি ও আওয়ামী দোসরদের যারা আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে, তাদেরকে ছাড় দেয়া হবে না।

গণঅধিকার পরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি শাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন, কেন্দ্রীয় নেতা মাহমুদুল হাসান মিল্টন, পেশাজীবী অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাধারণ সম্পাদক রিহান হোসেন রায়হান, গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, জেলা যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি রকিবুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মিশন আলী প্রমুখ।